পরীক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে ফেরায় কমেছে পাশ

এইচএসসির ফল প্রকাশ : কমেছে জিপিএ-৫ ও শতভাগ পাশ প্রতিষ্ঠান, বেড়েছে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠান, আগের বছরের তুলনায় সব সূচকেরই অবনতি

■ **নিজামুল হক**

এবারের এইচএসসি ফলাফলে পাশের হার ও জিপিএ কমেছে। বেড়েছে ফেল করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, পাশাপাশি শতভাগ পাশ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমেছে। ২০২১ সালের ফলের তুলনায় এবার গুরুত্বপূর্ণ সব সূচকেই অবনতি হয়েছে। গতকাল বুধবার এই ফল প্রকাশ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ফলের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

এতে দেখা যায়, ২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশ করে ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। যেখানে এর আগের বছর ২০২১ সালে পাশ করেছিল ৯৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। আর ২০২০ সালে পাশের হার ছিল শতভাগ (পরীক্ষা হয়নি)। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০২১ সালের ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৬৯ জন থেকে কমে এবার হয়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ২৮২ জন।

এছাড়া ২০২১ সালে যেখানে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল পাঁচটি। এবার এই সংখ্যা ১০ গুণ বেড়ে হয়েছে ৫০টি। অন্যদিকে ২০২১ সালে যেখানে শতভাগ পাশ করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৩৪টি। এবার সেটি কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৩০টি।

তবে বোর্ডের কর্মকর্তারা এই ফলকে স্বাভাবিক হিসেবেই দেখছেন। গতবারের চেয়ে এবার শিক্ষার্থীদের আগের মতোই বেশি বিষয়ে ও পত্রে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ কারণে গতবারের চেয়ে পাশের হার ও জিপিএ-৫ এর সংখ্যা কমেছে। এছাড়া ২০২০ সালে পরীক্ষাই হয়নি। তাই ২০২২ সালের এইচএসসির এই ফলের সঙ্গে ২০২০ এবং ২০২১ সালের ফল মেলানো যাবে না। তুলনা করতে হবে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের ফলের সঙ্গে। স্বাভাবিক সময়ে ২০১৮ সালের এই পরীক্ষায় ৬৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ পাশ করেছিলেন, আর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ২৯ হাজার ২৬৯ জন। ২০১৯ সালে পাশ করেছিলেন ৭৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ, আর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ৪৭ হাজার ২৬৮ জন। সে তুলনায় এবার শিক্ষার্থীরা ভালো করেছেন বলা যায়।

ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২০ সালে দেশে করোনা মহামারির কারণে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ যায়। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব যায়নি। **পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫**

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাশের হার ৮৬ শতাংশ ● শতভাগ পাশ ১৩৩০ প্রতিষ্ঠানে, সবাই ফেল ৫০টিতে : পৃষ্ঠা-১৫

পরীক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ কারণে জেএসসি ও এসএসসির ফলের ভিত্তিতে তাদের ফল প্রকাশ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার জন্য ফরমপূরণ করা ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন শিক্ষার্থী সবাইকে পাশ দেখানো হয়। অর্থাৎ শতভাগ পাশ। আর এতে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন জিপিএ ৫ পান।

২০২১ সালে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় ডিসেম্বরে। ঐ বছর সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে গ্রুপভিত্তিক মাত্র তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ে ছয়টি পত্রে এইচএসসি পরীক্ষা হয়। সময় কমিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় দেড় ঘণ্টায়। বাকি বিষয়গুলো সাবজেক্ট ম্যাপিং করা হয়। এ কারণে পাশের হার ছিল ৯৫ দশমিক ২৬ শতাংশ।

২০২২ সালের পরীক্ষা ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হয় । এতে ১২ লাখ ৩ হাজার ৪০৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া ১২টি বিষয়ে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিষয় বাড়ায় গতবারের চেয়ে পাশের হার কমেছে।

বিষয়ভিত্তিক ফলে দেখা যায়, এবার ইংরেজিতে ভালো করতে পারেননি শিক্ষার্থীরা। যেখানে ময়মনসিংহ বোর্ডের ফলে দেখা যায়, এই বোর্ডে বাংলায় ৯৬ শতাংশের বেশি পাশ করলেও ইংরেজিতে পাশের হার ৮২ শতাংশ। দিনাজপুর বোর্ডে বাংলায় ৯৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ পাশ করলেও ইংরেজিতে ৮৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। প্রায় সব বোর্ডে একই চিত্র।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনিও একই বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, গতবার মাত্র তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে, সংক্ষিপ্তভাবে। সেখানে বেশির ভাগই ভালো করেছে। সেজন্য আমাদের পাশের হারও প্রায় ৯৫ শতাংশ ছিল। এবার যখন ১২টি পত্রে পরীক্ষা হয়েছে, তখন সবাই তত ভালো করতে পারেনি। এছাড়া একই কারণে যেসব প্রতিষ্ঠানে শূন্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাশ করেছে, সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার ৫০টি প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী পাশ করেনি। আমরা সেগুলো দেখতে গিয়ে দেখেছি, অধিকাংশই মাদ্রাসা, মাত্র অল্প কয়েকটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান।